দৈনিক খবর

15

তারিখ 06 MAY 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সরকারী আর্থিক মঞ্জুরীর প্রশ্ন

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নতুন শিক্ষায়তন অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গত এক বছরে একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নতুন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন আর্থিক দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেননি এবং নিয়মানুযায়ী ভবিষ্যতে এসব প্রতিষ্ঠান ৭০ ভাগ সরকারী মঞ্জুরী পাবে কি-না, তাও অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেছেন, নতুন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মঞ্জুরী দেয়ার ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। মঞ্জুরী অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরকারী নীতি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এ পরিবর্তিত নীতিই এখন অনুসরণ করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক বছর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাকে সরকারী আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়। তবে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তমতে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান অব্যাহত থাকে। এ অবস্থায় গত এক বছরে দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন আর্থিক দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করছে না। এমনকি আর্থিক মঞ্জুরী চেয়ে সরকারের কাছে কোন আবেদন করার সুযোগও এসব প্রতিষ্ঠানের নেই। তবে সরকারী ঘোষণার আগেই যে সকল নতুন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সরকারী মঞ্জুরী চেয়ে আবেদন করেছিল তাদেরকে এখন পর্যায়ক্রমে মঞ্জুরী দেয়া হচ্ছে। এ

৭-এর পাতায় দেখুন

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নতুন শিক্ষায়তন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ধরনের দু'শ' স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা গত বছর সরকারী আর্থিক মঞ্জুরী লাভ করেছে।

সূত্রটি জানায় মঞ্জুরী বন্ধের সরকারী সিদ্ধান্তের আগেই মঞ্জুরীর জন্য আবেদনকারী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছিল এমন ৬৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাকে মঞ্জুরী দেয়ার জন্য গত বছর শিক্ষা ভবন থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা হয়। এতে সুপারিশকৃত স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৫৪টি। মঞ্জুরী লাভ করেছে ১২৪টি স্কুল। সুপারিশকৃত ৪২টি কলেজের মধ্যে মঞ্জুরী পেয়েছে ৩৬টি।

এছাড়া ৪৭৬টি মাদ্রাসাকে মঞ্জুরিদানের জন্য সুপারিশ করা হয় এবং মন্ত্রণালয় ৪০টি মাদ্রাসাকে মঞ্জুরী দিয়েছে।

জানা গেছে, মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের বর্তমান নীতি চালু হবার পর নতুন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাগুলোকে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে একাডেমিক স্বীকৃতি নেয়ার সময় আবেদনপত্রেই সরকারী আর্থিক মঞ্জুরী না নেয়ার অঙ্গীকার করার বিধান রাখা হয়েছে। ফলে একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করলেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগের মত সরকারের কাছে আর্থিক মঞ্জুরী চেয়ে কোন আবেদন করতে পারছে না। মন্ত্রণালয়ের পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত নতুন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদানের জন্য শিক্ষা ভবন থেকেও কোন সুপারিশ করা হবে না বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী মঞ্জুরিদানের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলামের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মঞ্জুরী দেয়ার ওপর সরকারের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এ ব্যাপারে সরকারী নীতির পরিবর্তন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেয়ার বিষয়টিকে এখন দু'টো পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। একটি পর্যায়ে হলো একাডেমিক স্বীকৃতিদান এবং অন্যটি হলো আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ। আগে একাডেমিক স্বীকৃতি ও আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ একই সাথে ঘটত। কিন্তু পরিবর্তিত নীতি অনুযায়ী একাডেমিক স্বীকৃত পেলেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবেন না।

সরকারী আর্থিক মঞ্জুরী লাভের জন্য একাডেমিক স্বীকৃতির পরেও নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কিছু শর্তাবলী পূরণ করতে হবে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এসব শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে, পরীক্ষায় ভালো ফল, উচ্চ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকা প্রভৃতি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং সরকারী আর্থিক মঞ্জুরী পাবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানের উন্নয়ন ঘটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।